দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 4 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছয় মেডিক্যালে শিক্ষার্থী নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা

অসচ্ছল কোটায় ভর্তি না করায় শাস্তি

■ শ্যামল সরকার

দেশের ৬টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে কোটা বহির্ভূত ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) দেয়া হবে না। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় দুই শতাংশ এবং মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় পাঁচ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি করার শর্ত থাকলেও এই ছয় কলেজে তা মানা হয়নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে করা এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কলেজগুলোতে কোটায় ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

যে ছয় মেডিক্যাল কলেজে কোটার শর্ত মানা হয়নি সেগুলো হচ্ছে ঢাকার তুরাগে অবস্থিত ইস্ট ওয়েস্ট মেডিক্যাল কলেজ, গাজীপুরের তায়রুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লার ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকার এম এইচ শমরিতা মেডিক্যাল কলেজ। এসব কলেজে ৫০ থেকে ১০০টি আসন রয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব মাহফুজা আখতার স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হুমায়ুন কবীর এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি ইত্তেফাককে জানান, শুধু ওই ছয়টিই নয়, অন্যান্য যেসব মেডিক্যাল কলেজ নিবন্ধনের শর্ত মানবে না তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দেশে ২২টি সরকারি ও ৫৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি নেয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে সরকার নির্ধারিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শর্ত না মেনে টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আর কলেজের পক্ষ থেকে বলা হয়, কোটায় উপযুক্ত শিক্ষার্থী মেলেনি।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

ছয় মেডিক্যাল কলেজের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব অজুহাতের কারণে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের একটি শ্রেণীবিন্যাস করে দিয়েছে। যে শিক্ষার্থীর পরিবারের বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকা সে পাবে ১১ নম্বর। যার পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা সে পাবে ৯ নম্বর, ক্ষেত্রবিশেষে একই পরিমাণ টাকার ক্ষেত্রে ৭ নম্বর পাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী। একইভাবে পরিবারের বার্ষিক আয় ২ লাখ টাকা হলে ৫ নম্বর, ৩ লাখ টাকা হলে ৩ নম্বর, চার লাখ টাকা হলে ১ নম্বর পাবে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। যার পরিবারের বার্ষিক আয় পাঁচ লাখ টাকা সে এই রকম কোনো নম্বর পাবে না। এ ছাড়া এর সঙ্গে স্থাবর সম্পত্তির যোগফল যুক্ত করার কথাও নীতিমালায় রয়েছে। সেটি হচ্ছে এ রকম: ১২ হাজার টাকা মূল্যমানের স্থাবর সম্পত্তির নিচে হলে ৯ নম্বর, ১ লাখ ২০ হাজারের জন্য ৭ নম্বর, ২ লাখের জন্য ৫ নম্বর, পাঁচ লাখের ক্ষেত্রে ৩ নম্বর, ১০ লাখের জন্য এক নম্বর, ২০ লাখ বা বেশি টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো নম্বর যোগ হবে না। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নম্বরের যোগফল হচ্ছে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যমানের ক্ষেত্রে ৯ নম্বর ও ৭ নম্বর, ২ লাখের জন্য ৫ নম্বর, তিন লাখের জন্য ৩ নম্বর, ৭ লাখ ৫০ হাজারের জন্য ১ নম্বর এবং ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি মূল্যমানের অস্থাবর সম্পত্তির জন্য কোনো নম্বর নেই।

নীতিমালা অনুযায়ী, যেসব শিক্ষার্থী প্রাথমিকভাবে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদের পরে অসচ্ছল মেধাবীদের ক্ষেত্রে মেধার নম্বরের সঙ্গে উল্লিখিত শ্রেণীবিন্যাসকৃত নম্বর যোগ করে ক্রম নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী কোটা পূরণ করতে হবে। কিন্তু ওই ছয় মেডিক্যাল কলেজ তা মানেনি।

নতুন কোনো ডেন্টাল কলেজ হবে না: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুন করে কোনো ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন দেবে না। সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শুধু ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন করতে পারবে। দেশে বর্তমানে একটি সরকারি ও ১৪টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। এছাড়া ৮টি ডেন্টাল ইউনিট রয়েছে।